দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 19 FEB 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

005

শিক্ষাঙ্গন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা

এই উপমহাদেশের উল্লেখযোগ্য বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এই কারণেই একে প্রাচ্যের অক্সফোর্ডও বলা হয়। কিন্তু এই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে যে ব্যতিক্রমধর্মী নিয়ম চালু রয়েছে সে সম্পর্কে ৩ ফেব্রুয়ারী দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় 'শিক্ষাঙ্গনে' কলামে জনাব এ, বি, এম, মাহবুবুর রহমানের অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ লেখার সাথে আমিও একমত।

দেশের অধিকাংশ পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের পরীক্ষা কেন্দ্রে যে শুধু নকলই হচ্ছে তা নয়, বরং প্রাকটিক্যাল পরীক্ষার বিষয়গুলোতেও সম্পূর্ণ নম্বর দেয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া অনেকে প্রাইভেট পড়ে শিক্ষকদের কাছ থেকে সাজেশান নিয়ে অল্প প্রশ্নের ভাল নোট সংগ্রহ করে থাকে। ফলে তারা সীমিত জ্ঞান নিয়েও ভাল রেজাল্ট করে থাকে এবং পেয়ে যায় অনেক নম্বর। কিন্তু নিম্ন-মধ্যবর্তী বা গরীব মেধাবী ছাত্র/ছাত্রী যাদের পক্ষে প্রাইভেট পড়া সম্ভব নয় তারা একই প্রশ্নের উত্তর নোট থেকে দিয়ে প্রথম বিভাগে পাস করলেও তাদের তুলনায় অনেক কম নম্বর পেয়ে থাকে।

তবুও তারা আসে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য, আসে এ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য এবং নামে এক প্রচণ্ড প্রতিযোগিতায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকেই ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় তাদেরের তুলনায় বেশী নম্বর পেয়েও এসএসসি এবং এইচএসসি উভয় পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর যথাক্রমে ৪% এবং ৬% নম্বর উত্তক পরীক্ষার ফলাফলের সাথে যোগ করার কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায় না। দু'একজন পেলেও আশানুরূপ হয় না। ফলে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় তাদের সকল আশা আকাংখা এবং নেমে আসে তাদের জীবনে এক বিরাট ব্যর্থতা। এখন প্রশ্ন, তারা কি সত্যিই ওদের সাথে প্রতিযোগিতায় আসতে ব্যর্থ?

দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের সাথে এসএসসি এবং এইচএসসি উভয় পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের কোন প্রাধান্য না দিয়ে শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ছাত্র/ছাত্রীদেরকে ভর্তি করা হয়ে থাকে। ফলে প্রকৃত মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীরাই ভর্তির সুযোগ পায়। তদ্রূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও যদি অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ন্যায় পূর্বের দুটি পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের কোন গুরুত্ব না দিয়ে শুধুমাত্র ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা হয়, তাহলে শুধুমাত্র যে শিক্ষারই প্রসার হবে তাই নয়, বরং এ নকল প্রবণতাও অনেক অংশে হ্রাস পাবে।

খন্দকার শাহাদাত হোসেন